



12592 - কষ্টকর পশোয় যারা কাজ করনে যমেন খনজি পদার্থ গলানো

প্রশ্ন

যে সব কর্মী কষ্টকর কায়কি পরিশ্রম করনে বিশেষতঃ গ্রীষ্মরে মটসুমে, তাদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তরে হুকুম কি?
যমেন- যারা খনজি পদার্থ গলানোর চুল্লীর সামনে কাজ করনে তাদের জন্য রমজানের রোজা না-রাখা কি জায়গে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এটি সবার জানা যে, ইসলাম ধর্মে রমজান মাসে সিয়াম পালন করা প্রত্যকে মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তির উপর ফরজ। রোজা ইসলামরে অন্যতম একটা স্তম্ভ। তাই প্রত্যকে মুকাল্লাফ ব্যক্তির উচতিআল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পাওয়ার আশা নিয়ে এবং তাঁর শাস্তকি ভয় করে তিনি যা ফরজ করছেন তা বাস্তবায়নে তথা সিয়াম পালনে সচেষ্ট হওয়া। তবে দুনিয়াকে একবোরলে ভুলে গিয়ে নয়। আবার আখরিতরে উপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েও নয়। যদি আল্লাহর ফরজকৃত ইবাদতপালন ও দুনিয়ার কর্মরে মধ্যে বরিোধ দেখা দেয় তবে উভয়টার মধ্যে সমন্বয় করা ওয়াজবি; যাতে সে উভয়টাপালন করতে পারে। যমেনটি এই প্রশ্নে উল্লেখিত উদাহরণে রয়েছে। এক্ষেত্রে এ কর্মীরা রাতরে বেলোয় তাদের দুনিয়াবিকাজ করতে পারনে। তা সম্ভব না হলে রমজান মাসে চাকুরী থেকে ছুটি নিতিে পারনে; এমনকি সটো বতেন ছাড়া হলেও। তাও সম্ভব না হলে অন্য কোন পশো বছে নবনে, যাতে করে উভয় ওয়াজবি সমানভাবে পালন করতে পারনে। কিন্তু দুনিয়াকে আখরিতরে উপর প্রাধান্য দিয়ে নয়। পশো অনকে এবং অর্থ উপার্জনরে উপায়ও বিভিন্ন; এধরনের কষ্টকর পশোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় একজন মুসলমিরে এমন কোন বধৈ কাজরে অভাব হবে না যার পাশাপাশি সে আল্লাহর ফরজকৃত ইবাদত পালন করতে পারে।

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل [شيء قدرأ] 65] الطلاق : 2

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করআল্লাহ তার জন্য কোন উপায় করে দবিনে এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রযিকি দবিনে যা সে কখনও কল্পনাও করতে পারনে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর আদেশে বাস্তবায়তি করবনে, আল্লাহ সব কছির তাকদরি নির্ধারণ করে রেখেছেন।” [৬৫আত্ব-ত্বালাক : ২-৩]

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উনি উল্লেখিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ পাননি, যে কাজ করে ইবাদত পালনতোর কষ্ট হচ্ছে,



তাহলে তিনি যেন তাঁর দ্বীনদারিক্ষার্থে সেই ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে পালিয়ে যান যখনে তিনি তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার দায়িত্ব সমভাবে পালন করতে পারবেন, মুসলমানদের সাথে নকেকাজ ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা পাবেন। আল্লাহর জমনি প্রশস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

[ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة] 4 النساء : 100

“যে হজিরত করবো আল্লাহর পথে সে পৃথিবীতে অনেকে আশ্রয়স্থল ও স্বচ্ছলতা পাবে।” [8 সূরা আন-নসি: ১০০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [39 الزمر : 10]

“বলুন, হে আমার দাসরো, যারা ঈমান এনছে, তোমাদের রবকভেয় করো। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণের কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর জমনি তো প্রশস্ত। ধরৈযশীলদেরকতোদেরপ্রতদিন দেওয়া হবে অফুরন্ত”। [৩৯ আয-যুমার : ১০]

যদি উল্লেখিত বকিল্প প্রশস্তাবনার কোনটি অবলম্বন করা সে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব না হয় এবং তিনি প্রশ্নে উল্লেখিত কঠনি কাজ করতে বাধ্য হন তাহলে তিনি রোজা রাখতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অসুবিধা অনুভব করেন। অসুবিধা অনুভব করলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবেন; যতটুকুতে তার কষ্টদূর হয়। এরপর পুনরায় বাকি সময় পানাহার থেকে বরিত থাকবেন এবং সিয়াম পালনের জন্য সুবিধামত সময়ে এই রোজার কাযা করবেন। আল্লাহই তাওফকিদাতা।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর প্রতিও তাঁর পরিবার বর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতিহোক।